দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 07 MAY 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

ইনকিলাব : জোর করে এক ঢাবি ছাত্রকে শিবির করানোর চেষ্টায় অভিযুক্ত ৫ শিবির ক্যাডারকে আটক করা হয়েছে। ইনসেটে উদ্ধারকৃত বিতর্কিত বইপত্র

ঢাবি ছাত্রকে জোর করে শিবির বানানোর চেষ্টা : মধ্যরাতে ভাঙচুর

৫ শিবির ক্যাডার আটক

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এক ছাত্রকে জোর করে শিবির করানোর অভিযোগে গতরাতে জহুরুল হক হলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে। অভিযুক্ত দুই শিবির ক্যাডারকে কর্তৃপক্ষ হল থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে। বাকি তিনজনকে শোকজ করা হয়েছে। বহিষ্কৃত শিবিরের ক্যাডারের কক্ষ তল্লাশি করে বিপুল পরিমাণ জিহাদী বই উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন রাতে হলে শিবির জঙ্গীবিরোধী শ্লোগান দিয়েছে। তারা অভিযুক্ত শিবির ক্যাডারদের পৃঃ ৮-ক ৪

ঢাবি ছাত্রকে জোর করে শিবির

১২-এর পৃষ্ঠার পর

গ্রেফতারের দাবী জানালে গভীর রাতে পুলিশ ওই ৫ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে। এছাড়া মধ্যরাতে ছাত্রলীগ, ছাত্রদলসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা শিবির কর্মীদের কক্ষ ভাংচুর করেছে। এসময় শিবির কর্মীদের সাথে সংঘর্ষে ৪/৫ জন আহত হয়। এ ঘটনায় প্রফেসর আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেনকে আহবায়ক করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জানা গেছে, ইতিহাস বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র আবরার হোসেন দীর্ঘদিন ধরে শিবির ক্যাডার শিকদার মজিদের রুমে থাকে। গত শুক্রবার শিবির কর্মীরা তাকে কাঁটাবনের ২৬৬নং বাসায় নিয়ে যায়। সেখানে তারা আবরারকে বিভিন্ন জিহাদী বই পড়তে দিয়ে তাকে শিবির করার জন্য বলে। এতে অস্বীকৃতি জানালে শিবির কর্মীরা আবরারকে মারধর করে। গতকাল (রবিবার) বিকালে আবরার হোসেন হল প্রভোস্ট কাজীমুল ইসলামের কাছে লিখিত অভিযোগ করে। এসময় ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা শিবির ক্যাডারদের বিচার দাবী করে। প্রভোস্ট অভিযুক্ত শিবির কর্মীদের ডেকে তাদের কাছে ঘটনা সম্পর্কে জানতে চান। তারা আবরারকে কাঁটাবনের সেই বাসায় নিয়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করলেও তাকে মারধরের কথা স্বীকার করেনি। এ ঘটনায় রাতে জহুরুল হক হলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। হল প্রভোস্ট কয়েক দফা বৈঠক করেও কোন সমাধানে আসতে না পারায় পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়। এসময় হলে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। দ্বিতীয় দফা বৈঠকের পর প্রভোস্ট অভিযুক্ত শিবির ক্যাডার শিকদার মজিদ ও তোফাজ্জল হোসেনকে হল থেকে সাময়িক বহিষ্কার করেন। পুলিশ ওই দু'জনের ১৫৭ ও ৩৬১ নং কক্ষ তল্লাশি করে বিপুল সংখ্যক জিহাদী বই উদ্ধার করে। নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে বৈঠকের পর অভিযুক্ত বাকি তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ছেড়ে দেয়া হয়। ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এর প্রতিবাদ করে। তাদের দাবী অভিযুক্তরা জরুরী আইন ভঙ্গ করেছে। তাদের সাথে জঙ্গীদের সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য তারা অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবী জানায়। এক পর্যায়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা শিবিরের ক্যাডারদের বিতাড়িত করার জন্য তাদের কয়েকটি কক্ষ ভাংচুর করে। বাধ্য হয়ে পুলিশ অভিযুক্ত ৫ শিবির ক্যাডারকে আটক করে নিয়ে যায়। শিবির কর্মীরা তাদের কক্ষ ভাংচুরের সময় পাল্টা হামলা চালালে ৪/৫ জন ছাত্র আহত হয়।